১৬-০৭-৯৮ (০১-০৪-১৪০৫) তারিখে অনুষ্ঠিত সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির দ্বিচত্বারিংশতিতম বৈঠকের কার্যবিবরণী

বৈঠকের আলোচ্যসূচী / সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ঃ শিল্প মন্ত্রণালয়

পর্যায়ক্রমিক অনুচ্ছেদ ৫১৮৬-৫২৬১

১৬-০৭-৯৮ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৪:০০টায় সপ্তম জাতীয় সংসদের "সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি"র দ্বিচত্বারিংশতিতম বৈঠক উক্ত কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব এস এম আকরাম-এর সভাপতিত্বে সংসদ ভবনের ১নং স্থায়ী কমিটি কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

৫১৮৭॥ বৈঠকে কমিটির নিম্নেবর্ণিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ঃ

(১) কর্ণেল (অবঃ) শওকত আলী;
(২) জনাব এম কে আনোয়ার;
(৩) উপাধ্যক্ষ মোঃ আব্দুস শহীদ;
(৪) জনাব আবুল কালাম আজাদ;
(৫) জনাব মোস্তাফিজুর রহমান;
(৬) জনাব আবদুল মান্নান; এবং
(৭) জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল।

৫১৮৮॥ বৈঠকে সি এন্ড এজি'র অডিট রিপোর্টে উত্থাপিত বিষয়সমূহের ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ সংস্থা/কর্পোরেশনের নিম্নেবর্ণিত কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন ঃ

(১) জনাব কে এম ইজাজুল হক, সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়;
(২) জনাব এ কে মুন্সী, অতিরিক্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়;
(৩) জনাব কে এ এম কামাল উদ্দিন, চেয়ারম্যান, বিএসইসি;
(৪) জনাব এম আনোয়ারুল হক, চেয়ারম্যান, বিসিআইসি;
(৫) জনাব মোঃ আবদুল হান্নান, উপসচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়;
(৬) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, উপসচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়;
(৭) জনাব আনোয়ারুল করিম, মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ ডিজেল প্লান্ট লিঃ;
(৮) জনাব মোঃ শামছুল হক, মহাব্যবস্থাপক (হিসাব ও অর্থ), জি ও এফ সি এল, বিসিআইসি;
(৯) জনাব এ এম এম আখতার হোসেন, মহাব্যবস্থাপক, মেটালে? কর্পোরেশন লিঃ, টঙ্গী;
(১০) জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান, পরিচালক (অর্থ), বিএসইসি;
(১১) মীর মোহাম্মদ হোসাইন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ;
(১২) খন্দকার এ আর এস নূরুন্নবী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেহার ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ;
(১৩) জনাব মোঃ আবদুস সাত্তার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএমটিএফ লিঃ, গাজীপুর;
(১৪) মির্জা আবদুল মতিন, পরিচালক (অর্থ), বিসিআইসি;
(১৫) জনাব নাজমুল হক চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইন্টারন্যাশনাল ওয়েল মিলস্ লিঃ, চট্টগ্রাম;
(১৬) শেখ আশরাফ হোসেন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরি লিঃ, টঙ্গী;
(১৭) জনাব মোঃ আব্দুদ দাঈয়ান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, খুলনা, শিপইয়ার্ড;
(১৮) জনাব মোঃ আমিরুল হক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জিয়া ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিঃ;
(১৯) জনাব মোঃ রেজাউল করিম চৌধুরী, ব্যবস্থাপক (হিসাব), ডিওটিটি, চট্টগ্রাম;
(২০) জনাব এ এস আব্দুল বাতেন খান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কে এন এম, বিসিআইসি; এবং
(২১) জনাব মোঃ খলিলুল্লাহ খান, প্রতিষ্ঠান প্রধান, ঢাকা স্টীল ওয়ার্কস লিঃ।

৫১৮৯॥ বৈঠকে সহায়তা প্রদানের জন্য নিম্নেবর্ণিত কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন ঃ

(১) জনাব এম হাফিজউদ্দিন খান, ৪২তম বৈঠকের কার্যবিবরণী ১৯৯য়দ সাজেদুল করিম, উপ-মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (এ এন্ড আর) , সি এন্ড এজি অফিস;
(৩) জনাব মোঃ মেস্‌বাহউদ্দিন খান, মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর;
(৪) জনাব আফতাব আহমদ, অতিঃ উপ-মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সংসদ);
(৫) জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম, উপপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর; এবং
(৬) জনাব আবুল কালাম আজাদ, সহকারী মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (রিপোর্ট), সি এন্ড এজি অফিস;

৫১৯০॥ বৈঠকে সাচিবিক দায়িত্ব পালনের জন্য জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের নিম্নেবর্ণিত কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন ঃ

(১) জনাব মেফতাহ উদ্দিন আহমদ, উপ-সচিব (কমিটি-৩), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা;
(২) জনাব মোঃ আব্দুল কাদের, সহকারী সচিব (কমিটি শাখা-১), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা;

৫১৯১॥ জনাব এস এম আকরাম, মাননীয় সভাপতি ঃ
সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৪২তম বৈঠকে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বৈঠকের কাজ শুরু করছি।

শিল্প মন্ত্রণালয়

সরকারি ও আধা-সরকারি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের হিসাব সম্পর্কিত বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের রিপোর্ট ১৯৯৪-৯৫

(প্রথম খণ্ড)

৫১৯৩ ॥ অডিট রিপোর্টের পৃষ্ঠা ১৫ অনুচ্ছেদ ৯

অডিট আপত্তি ঃ অনিয়মিতভাবে বিভিন্ন প্রকার ভাতা প্রদান করায় ক্ষতি ২১,৫১,২০১ টাকা।

সংস্থা/মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ জবাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

৯ (১) ঃ বাংলাদেশ ডিজেল প্লান্ট লিঃ (২৮,৮০০ টাকা)

আপত্তিতে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে যারা পরবর্তীকালে স্বেচ্ছায় অবসর, অবসর, পদত্যাগ ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে চাকুরিচ্যুত হয়েছেন, তাদের চূড়ান্ত বিল থেকে প্রদত্ত যাতায়াত ভাতা থেকে এ যাবত মোট ১৩,৪৪০ টাকা আদায়/সমন্বয় করা হয়েছে। বর্তমানে কর্মরত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিকট অনাদায়ী ১৫,৩৬০ টাকা তাদের অবসরকালীন সময়ে প্রাপ্য চূড়ান্ত বিল থেকে এককালীন কর্তন/আদায় করা হবে।

অতএব, উপরে বর্ণিত ব্যাখ্যার আলোকে ও আংশিক আদায় এবং অবশিষ্ট টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বিধায় আপত্তিটি মীমাংসা করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অডিটের সুপারিশ ঃ

অবশিষ্ট ১৩,৪৪০ টাকা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদায়/সমন্বয় করা আবশ্যক।

৯ (২) ঃ খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ, খুলনা ঃ (১,৩২,০২৪ টাকা)

আপত্তিতে উল্লিখিত টাকা ১,৩২,০২৪-এর পরিবর্তে বাণিজ্যিক নিরীক্ষা প্রতিবেদনের মূল আপত্তি অনুযায়ী টাকা ১,০৮,৪২৪ হবে। এবিষয়ে কর্পোরেশন বোর্ড-এর অনুমোদন রয়েছে বিধায় গত ০৬-০১-৯২ থেকে ০৮-০১-৯২ তারিখে অনুষ্ঠিত ত্রিপক্ষীয় সভায় আপত্তিটি মীমাংসিত বলে গণ্য করা হয়।

উপরোক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে উপপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, আ৽লিক কার্যালয়, খুলনার পত্র নং- ২২৯/অ-১/খুআকা/খুঃ শিপইয়ার্ড/৮৭-৮৮/২৪৮৫, তারিখ ঃ ২১-১২-৯২ মারফত অনুচ্ছেদটিকে মীমাংসিত অনুচ্ছেদ হিসেবে নিশ্চিত করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৮)।

এমতাবস্থায়, অনুচ্ছেদটি মীমাংসা করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অডিটের সুপারিশ ঃ

মীমাংসার জন্য সুপারিশ করা হলো। তবে এই সুপারিশ শুধুমাত্র এই অনুচ্ছেদের জন্য প্রযোজ্য হবে।

৯ (৩) ঃ খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ (১,৩৯,৩২৪ টাকা)

আপত্তিকৃত ক্যান্টিন সাবসিডি বিএসইসি বোর্ডের অনুমোদনক্রমে প্রদান করা হয়েছে বিধায় কোন অনিয়ম হয়নি। এই কার্যপত্রের ক্রমিক নং-২ এ বর্ণিত খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ-এর ১৯৮৭-৮৮ সনের একই ধরনের আপত্তি গত ০৬-০১-৯২ হতে ০৮-০১-৯২ তারিখে অনুষ্ঠিত ত্রিপক্ষীয় সভায় গৃহীত সুপারিশের ভিত্তিতে বাণিজ্যিক নিরীক্ষা অধিদপ্তরের ২৯-১২-৯২ তারিখের পত্র মাধ্যমে মীমাংসিত বলে গণ্য করা হয়েছে। এমতাবস্থায় এই আপত্তিটিও মীমাংসিত বলে গণ্য করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অডিটের সুপারিশ ঃ

মীমাংসার জন্য সুপারিশ করা হলো। তবে এই সুপারিশ শুধুমাত্র এই অনুচ্ছেদের জন্য প্রযোজ্য হবে।

৯ (৪) ঃ মেটালে? কর্পোরেশন লিঃ (৩৬,২০০ টাকা)

মজুরি কমিশনের স্মারক নং- শ্রওজ-৮/৬ (৩)/৮৫/৪৪৫ (৩), তারিখ ঃ ২৩-০৭-৮৫ এর অনুচ্ছেদ ২ (খ) প্রান্তিক সুবিধাবলী (২) এ উল্লেখ আছে, "যাতায়াত ভাতা কারখানার এক মাইল পরিধির বাহিরে অবস্থানরত শ্রমিকদিগকে বর্তমানে প্রতিমাসে দেয় যাতায়াত ভাতা ২০ টাকার স্থলে ৪০ টাকা হইবে।" উল্লেখ্য যে, ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ স্থায়ী আদেশে "শ্রমিক মানে কোনরূপ দক্ষ, অদক্ষ, কায়িক, কারিগরী বা কেরানীর কাজ করার উদ্দেশ্যে ভাড়া করিয়া বা পারিতোষিক দিয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে কোন দোকান বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শিক্ষানবীশসহ যে কোন ব্যক্তি।" ফলে শ্রমিক ও শ্রমিক সংজ্ঞার আওতাভুক্ত কর্মচারীদের যাতায়াত ভাতা প্রদান কোন প্রকার অনিয়ম হয়নি।

১৯৮৫ সালের পে-কমিশনের ১৪ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ১১-২০ এর আওতাভুক্ত (টাকা ১০০০-২২৮০, টাকা - ৫০০-৮৬০) স্কেলভুক্ত ও ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও খুলনা শহরে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ৪০ টাকা হারে প্রতিমাসে যাতায়াত ভাতা পাওয়ার বিধান রাখা হয়েছে এবং টাইম স্কেল প্রাপ্যদের বেলায় টাকা ১৩৫০-২৭৫০ অথবা ১৬৫০-৩০২০ অথবা ১৮৫০-৩২২০ (স্কেলভুক্ত এমপ্লয়ীগণও যাতায়াত ভাতা পাবেন বলে বিধান রাখা হয়েছে। অনুরূপভাবে ১৯৯১ সনের পে-কমিশনের ১৬ (১ অনুচ্ছেদ ১১ থেকে ২০ নং স্কেলের আওতাধীন (টাকা ১৭২৫-৩৭২৫ হতে ৯০০-১৫৩০ পর্যন্ত) স্কেলভুক্ত এমপ্লয়ীগণ যাতায়াত ভাতা প্রাপ্য হবেন বলে বিধান রাখা হয়েছে এবং টাইম স্কেল প্রাপ্যদের ক্ষেত্রে ২৩০০-৪৪৮০ টাকা অথবা ২৮৫০-৫১৫০ অথবা ৩২০০-৫৪৪০ টাকা স্কেলভুক্ত এমপ্লয়ীগণ যাতায়াত ভাতা প্রাপ্য হবেন।পূর্ব থেকে টঙ্গী ঢাকা জেলার অন্তর্গত ব্যয়বহুল শিল্পা৽ল হিসেবে স্বীকৃত হয়ে আসছে। শুধুমাত্র প্রশাসনিক কারণে গাজীপুর জেলায় ন্যস্ত করায় এর ব্যয়বহুলতা কোনক্রমেই কমেনি বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কেবিনেট ডিভিশনের সার্কুলার নং- ইডি/ আরডব্লিউ/সিএ-১/৭৮-১৯, তারিখ ঃ ২৯-০৫-৭৮ মোতাবেক ঢাকা শহর বলতে শুধু ঢাকা শহর এলাকাকেই বুঝাবে না বরং ঢাকা শহরতলীতে অবস্থিত মিউনিসিপ্যাল এলাকাসমূহ (যেমন- টঙ্গী, গুলশান ও মিরপুর এলাকা ঢাকা শহর হিসেবে গণ্য হবে। যেহেতু উক্ত সার্কুলারে টঙ্গীকে বিশেষভাবে শনাক্ত করে

নির্দিষ্ট করত কোয়ালিফাই করা হয়েছে সেজন্য টঙ্গীতে বসবাসকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে ঢাকাসম ব্যয়বহুল হারেই যাতায়াত ভাতাসহ সকল প্রকার প্রাপ্তিক সুবিধা প্রাপ্য। এছাড়াও ১৯৮৭ সনের ৮ জুলাই জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত ২৯ নং আইনের ৪ এর 'ক' ও 'খ'তে আনীত সংশোধনীতেও নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির সাথে টঙ্গী মিউনিসিপ্যালিটিকে সংযুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটিকেও ব্যয়বহুল এলাকা হিসেবে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়েছে।বিষয়টি একককভাবে এই প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত নয় বরং টঙ্গীস্থ বিভিন্ন কর্পোরেশনভুক্ত কারখানাগুলোতেও ব্যয়বহুল এলাকার হারে একই নিয়মে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে নাগরিক সুযোগ-সুবিধার কারণে এই প্রকল্পের অধিকাংশ এমপ্লয়ী ঢাকাতে বসবাস করে টঙ্গীস্থ কর্মস্থলে যাতায়াত করে দৈনন্দিন কাজকর্ম সমাধা করে আসছেন। পূর্ব থেকেই প্রদত্ত প্রান্তিক সুবিধা বন্ধ/কর্তন করতে গেলে শ্রমিক অসন্তোষসহ নানা প্রকার প্রশাসনিক জটিলতা দেখা দিতে পারে। কারণ, ইতোমধ্যে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ কর্মসূচির আওতায় অনেক কর্মচারীকে চূড়ান্ত পাওনা পরিশোধ করা হয়েছে। আরও উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিটিএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন টঙ্গীস্থ কতিপয় কারখানার স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণকারী কর্মচারীদের কাছ থেকে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উল্লিখিত যাতায়াত ভাতাসহ ১১ ধরনের আপত্তিকৃত টাকায় কর্তন মওকুফ করা হয়েছে।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা/বিশ্লেষণ ও বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করত অনুচ্ছেদটি মীমাংসা করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অডিটের সুপারিশ ঃ

বিভিন্ন সময়ে প্রবর্তিত জাতীয় বেতন স্কেলে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা এবং রাজশাহী ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় যাতায়াত ভাতা প্রদানের বিধান রাখা হয়নি। এমতাবস্থায়, টঙ্গী এলাকায় যাতায়াত ভাতা প্রদান করতে হলে সরকারি সিদ্ধান্তের প্রয়োজন। সিদ্ধান্ত না পাওয়া পর্যন্ত অনিয়মিতভাবে গৃহীত অর্থ আদায়যোগ্য।

৯ (৫) ঃ ঢাকা স্টীল ওয়ার্কস লিমিটেড ঃ (৩৫,৩৬০ টাকা)

মজুরি কমিশনের স্মারক নং- শ্রওজ-৮/৬ (৩)/৮৫.৪৪৫ (৩), তারিখ ঃ ২৩-০৭-৮৫ এর অনুচ্ছেদ ২ (খ) প্রান্তিক সুবিধাবলী (২) এ উল্লেখ আছে, "যাতায়াত ভাতা কারখানার এক মাইল পরিধির বাহিরে অবস্থানরত শ্রমিকদিগকে বর্তমানে প্রতিমাসে দেয় যাতায়াত ভাতা ২০ টাকার স্থলে ৪০ টাকা হইবে।" উল্লেখ্য যে, ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ স্থায়ী আদেশে "শ্রমিক মানে কোনরূপ দক্ষ, অদক্ষ, কায়িক, কারিগরী বা কেরানীর কাজ করার উদ্দেশ্যে ভাড়া করিয়া বা পারিতোষিক দিয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে কোন দোকান বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শিক্ষানবীশসহ যে কোন ব্যক্তি।" ফলে শ্রমিক ও শ্রমিক সংস্থার আওতাভুক্ত কর্মচারীদের যাতায়াত ভাতা প্রদান কোন প্রকার অনিয়ম হয়নি।

১৯৮৫ সালের পে-কমিশনের ১৪ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ১১-২০ এর আওতাভুক্ত (টাকা ১০০০-২২৮০ টাকা - ৫০০-৮৬০) স্কেলভুক্ত ও ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও খুলনা শহরে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ৪০ টাকা হারে প্রতিমাসে যাতায়াত ভাতা পাওয়ার বিধান রাখা হয়েছে এবং টাইম স্কেল প্রাপ্যদের বেলায় টাকা ১৩৫০-২৭৫০ অথবা ১৬৫০-৩০২০ অথবা ১৮৫০-৩২২০ (স্কেলভুক্ত এমপ্লয়ীগণও যাতায়াত ভাতা পাবেন বলে বিধান রাখা হয়েছে। অনুরূপভাবে ১৯৯১ সনের পে-কমিশনের ১৬ (১ অনুচ্ছেদ ১১ হতে ২০ নং স্কেলের আওতাধীন (টাকা ১৭২৫-৩৭২৫ হতে ৯০০-১৫৩০ পর্যন্ত) স্কেলভুক্ত এমপ্লয়ীগণ যাতায়াত ভাতা প্রাপ্য হবেন বলে বিধান রাখা হয়েছে এবং টাইম স্কেল প্রাপ্যদের ক্ষেত্রে ২৩০০-৪৪৮০ টাকা অথবা ২৮৫০-৫১৫০ অথবা ৩২০০-৫৪৪০ টাকা স্কেলভুক্ত এমপ্লয়ীগণ যাতায়াত ভাতা প্রাপ্য হবেন।পূর্ব হতে টঙ্গী ঢাকা জেলার অন্তর্গত ব্যয়বহুল শিল্পা?ল হিসেবে স্বীকৃত হয়ে আসছে। শুধুমাত্র প্রশাসনিক কারণে গাজীপুর জেলায় ন্যস্ত করায় ইহার ব্যয়বহুলতা কোনক্রমেই কমেনি বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কেবিনেট ডিভিশনের সার্কুলার নং- ইডি/ আরডব্লিউ/সিএ-১/৭৮-১৯, তারিখ ঃ ২৯-০৫-৭৮ মোতাবেক ঢাকা শহর বলতে শুধু ঢাকা শহর এলাকাকেই বুঝাবে না বরং ঢাকা শহরতলীতে অবস্থিত মিউনিসিপ্যাল এলাকাসমূহ (যেমন- টঙ্গী, গুলশান ও মিরপুর এলাকা ঢাকা শহর হিসেবে গণ্য হবে। যেহেতু উক্ত সার্কুলারে টঙ্গীকে বিশেষভাবে সনাক্ত করে নির্দিষ্ট করত কোয়ালিফাই করা হয়েছে। যেহেতু উক্ত সার্কুলারে টঙ্গীকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেহেতু টঙ্গীতে বসবাসকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে ঢাকাসম ব্যয়বহুল হারেই যাতায়াত ভাতাসহ সকল প্রকার প্রাপ্তিক সুবিধা প্রাপ্য। এছাড়াও ১৯৮৭ সনের ৮ জুলাই জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত ২৯ নং আইনের ৪ এর 'ক' ও 'খ'তে আনীত সংশোধনীতেও নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির সাথে টঙ্গী মিউনিসিপ্যালিটিকে সংযুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটিকেও ব্যয়বহুল এলাকা হিসেবে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

বিষয়টি একককভাবে এই প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত নয় বরং টঙ্গীস্থ বিভিন্ন কর্পোরেশনভুক্ত কারখানাগুলোতেও ব্যয়বহুল এলাকার হারে একই নিয়মে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে নাগরিক সুযোগ-সুবিধার কারণে এই প্রকল্পের অধিকাংশ এমপ্লয়ী ঢাকাতে বসবাস করে টঙ্গীস্থ কর্মস্থলে যাতায়াত করে দৈনন্দিন কাজকর্ম সমাধা করে আসছেন। পূর্ব হতেই প্রদত্ত প্রান্তিক সুবিধা বন্ধ/কর্তন করতে গেলে শ্রমিক অসন্তোষসহ নানা প্রকার প্রশাসনিক জটিলতা দেখা দিতে পারে। কারণ, ইতোমধ্যে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ কর্মসূচির আওতায় অনেক কর্মচারীকে চূড়ান্ত পাওনা পরিশোধ করা হয়েছে। আরও উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি

 সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিটিএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন টঙ্গীস্থ কতিপয় কারখানার স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণকারী কর্মচারীদের কাছ থেকে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উল্লিখিত যাতায়াত ভাতাসহ ১১ ধরনের আপত্তিকৃত টাকায় কর্তন মওকুফ করা হয়েছে।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা/বিশ্লেষণ ও বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করত অনুচ্ছেদটি মীমাংসা করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অডিটের সুপারিশ ঃ

বিভিন্ন সময়ে প্রবর্তিত জাতীয় বেতন স্কেলে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা এবং রাজশাহী ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় যাতায়াত ভাতা প্রদানের বিধান রাখা হয়নি। এমতাবস্থায়, টঙ্গী এলাকায় যাতায়াত ভাতা প্রদান করতে হলে সরকারি সিদ্ধান্তের প্রয়োজন। সিদ্ধান্ত না পাওয়া পর্যন্ত অনিয়মিতভাবে গৃহীত অর্থ আদায়যোগ্য।

৯ (৬) ঃ বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লিঃ (২৪,০৮০ টাকা)

মজুরি কমিশনের স্মারক নং- শ্রওজ-৮/৬ (৩)/৮৫.৪৪৫ (৩), তারিখ ঃ ২৩-০৭-৮৫ এর অনুচ্ছেদ ২ (খ) প্রান্তিক সুবিধাবলী (২) এ উল্লেখ আছে, "যাতায়াত ভাতা কারখানার এক মাইল পরিধির বাহিরে অবস্থানরত শ্রমিকদিগকে বর্তমানে প্রতিমাসে দেয় যাতায়াত ভাতা ২০ টাকার স্থলে ৪০ টাকা হইবে।" উল্লেখ্য যে, ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ স্থায়ী আদেশে "শ্রমিক মানে কোনরূপ দক্ষ, অদক্ষ, কায়িক, কারিগরী বা কেরানীর কাজ করার উদ্দেশ্যে ভাড়া করিয়া বা পারিতোষিক দিয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে কোন দোকান বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শিক্ষানবীশসহ যে কোন ব্যক্তি।" ফলে শ্রমিক ও শ্রমিক সংস্থার আওতাভুক্ত কর্মচারীদের যাতায়াত ভাতা প্রদান কোন প্রকার অনিয়ম হয়নি।

১৯৮৫ সালের পে-কমিশনের ১৪ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ১১-২০ এর আওতাভুক্ত (ঠাকা ১০০০-২২৮০ টাকা - ৫০০-৮৬০) স্কেলভুক্ত ও ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও খুলনা শহরে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ৪০ টাকা হারে প্রতিমাসে যাতায়াত ভাতা পাওয়ার বিধান রাখা হয়েছে এবং টাইম স্কেল প্রাপ্যদের বেলায় টাকা ১৩৫০-২৭৫০ অথবা ১৬৫০-৩০২০ অথবা ১৮৫০-৩২২০ (স্কেলভুক্ত এমপ্লয়ীগণও যাতায়াত ভাতা পাবেন বলে বিধান রাখা হয়েছে। অনুরূপভাবে ১৯৯১ সনের পে-কমিশনের ১৬ (১ অনুচ্ছেদ ১১ হতে ২০ নং স্কেলের আওতাধীন (টাকা ১৭২৫-৩৭২৫ হতে ৯০০-১৫৩০ পর্যন্ত) স্কেলভুক্ত এমপ্লয়ীগণ যাতায়াত ভাতা প্রাপ্য হবেন বলে বিধান রাখা হয়েছে এবং টাইম স্কেল প্রাপ্যদের ক্ষেত্রে ২৩০০-৪৪৮০ টাকা অথবা ২৮৫০-৫১৫০ অথবা ৩২০০ ৫৪৪০ টাকা স্কেলভুক্ত এমপ্লয়ীগণ যাতায়াত ভাতা প্রাপ্য হবেন।

পূর্ব হতে টঙ্গী ঢাকা জেলার অন্তর্গত ব্যয়বহুল শিল্পা?ল হিসেবে স্বীকৃত হয়ে আসছে। শুধুমাত্র প্রশাসনিক কারণে গাজীপুর জেলায় ন্যস্ত করায় ইহার ব্যয়বহুলতা কোনক্রমেই কমেনি বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কেবিনেট ডিভিশনের সার্কুলার নং-ইডি/আরডব্লিউ/সিএ-১/৭৮-১৯, তারিখ ঃ ২৯-০৫-৭৮ মোতাবেক ঢাকা শহর বলতে শুধু ঢাকা শহর এলাকাকেই বুঝাবে না বরং ঢাকা শহরতলীতে অবস্থিত মিউনিসিপ্যাল এলাকাসমূহ (যেমন- টঙ্গী, গুলশান ও মিরপুর এলাকা ঢাকা শহর হিসেবে গণ্য হবে। যেহেতু উক্ত সার্কুলারে টঙ্গীকে বিশেষভাবে শনাক্ত করে নির্দিষ্ট করত কোয়ালিফাই করা হয়েছে। যেহেতু উক্ত সার্কুলারে টঙ্গীকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেহেতু টঙ্গীতে বসবাসকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে ঢাকাসম ব্যয়বহুল হারেই যাতায়াত ভাতাসহ সকল প্রকার প্রাপ্তিক সুবিধা প্রাপ্য। এছাড়াও ১৯৮৭ সনের ৮ জুলাই জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত ২৯ নং আইনের ৪ এর 'ক' ও 'খ'তে আনীত সংশোধনীতেও নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির সাথে টঙ্গী মিউনিসিপ্যালিটিকে সংযুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটিকেও ব্যয়বহুল এলাকা হিসেবে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

বিষয়টি একককভাবে এই প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত নয় বরং টঙ্গীস্থ বিভিন্ন কর্পোরেশনভুক্ত কারখানাগুলোতেও ব্যয়বহুল এলাকার হারে একই নিয়মে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে নাগরিক সুযোগ-সুবিধার কারণে এই প্রকল্পের অধিকাংশ এমপ্লয়ী ঢাকাতে বসবাস করে টঙ্গীস্থ কর্মস্থলে যাতায়াত করে দৈনন্দিন কাজকর্ম সমাধা করে আসছেন। পূর্ব হতেই প্রদত্ত প্রান্তিক সুবিধা বন্ধ/কর্তন করতে গেলে শ্রমিক অসন্তোষসহ নানা প্রকার প্রশাসনিক জটিলতা দেখা দিতে পারে। কারণ, ইতোমধ্যে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ কর্মসূচির আওতায় অনেক কর্মচারীকে চূড়ান্ত পাওনা পরিশোধ করা হয়েছে। আরও উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিটিএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন টঙ্গীস্থ কতিপয় কারখানার স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণকারী কর্মচারীদের কাছ থেকে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উল্লিখিত যাতায়াত ভাতাসহ ১১ ধরনের আপত্তিকৃত টাকায় কর্তন মওকুফ করা হয়েছে।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা/বিশ্লেষণ ও বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করত অনুচ্ছেদটি মীমাংসা করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অডিটের সুপারিশ ঃ

বিভিন্ন সময়ে প্রবর্তিত জাতীয় বেতন স্কেলে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা এবং রাজশাহী ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় যাতায়াত ভাতা প্রদানের বিধান রাখা হয়নি। এমতাবস্থায়, টঙ্গী এলাকায় যাতায়াত ভাতা প্রদান করতে হলে সরকারি সিদ্ধান্তের প্রয়োজন। সিদ্ধান্ত না পাওয়া পর্যন্ত অনিয়মিতভাবে গৃহীত অর্থ আদায়যোগ্য।

৯ (৭) ঃ প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ (৫,৫০,৫৩২ টাকা)

অনুচ্ছেদে বর্ণিত টাকা প্রকৃতপক্ষে যাতায়াত ভাতা হিসেবে প্রদান করা হয়নি। মাঝে মধ্যে কাজের চাপে ও জরুরি প্রয়োজনে কোন কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে অফিস ছুটির পরে কাজ করতে হয়। কিন্তু কাজের শেষে বাড়ি ফেরার জন্য এসব কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের জন্য কোন যানবাহন প্রদান করা হয় না। যানবাহনের

পরিবর্তে যাতায়াত ব্যয়নির্বাহের জন্য জনপ্রতি ৪০ টাকা হারে যাতায়াত খরচ প্রদান করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অফিস ছুটির পর কাজ করার জন্য কর্মচারীদের অধিখাল (ওভারটাইম) দেয়া হয় না। আবার কোন কোন সময়ে সাপ্তাহিক ছুটির দিন এবং সরকারি ছুটির দিনেও কর্মচারী ও কর্মকর্তাদেরকে নিজ ব্যয়ে অফিসে উপস্থিত হয়ে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করতে হয়।

যানবাহনের ব্যয় ও যানবাহন চালকদের অধিকাল ভাতা নিয়ন্ত্রণকল্পে ছুটির দিনেও যানবাহনের ব্যবস্থা করা হয় না। ছুটির দিনে কাজের জন্য সামান্য আপ্যায়ন ও যাতায়াত ব্যয়নির্বাহকল্পে দৈনিক ৬০ টাকা হারে যাতায়াত খরচ প্রদান করা হয়।

প্রতিষ্ঠানের গাড়ির ড্রাইভারদের অধিকাল ভাতা, গাড়ির তেল খরচ ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ খরচ নিয়ন্ত্রণকল্পে কারখানা কর্তৃপক্ষ যাতায়াত খরচ প্রদানের ব্যবস্থা অনুমোদন করেছে। এ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে প্রতিষ্ঠানের গাড়ির ব্যয় বাবদ যাবতীয় যে খরচ হতো (ড্রাইভারের অধিকাল ভাতা, গাড়ির জ্বালানি ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ) তাহা সাশ্রয় হয়েছে।

প্রতিষ্ঠান পরিচালনা তথা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নিমিত্তে প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক এ জাতীয় আকস্মিক ব্যয় (কন্টিনজেন্ট এক্সপেন্ডিচারস) বাজেট বরাদ্দের আওতায় প্রাক অনুমোদনের ভিত্তিতে মঞ্জুর করা হয়ে থাকে। উপরোক্ত ব্যাখ্যা ও প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সাশ্রয়কল্পে কারখানা ব্যবস্থাপনা কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা বাস্তব অবস্থার আলোকে বিচার-বিবেচনা করে অনুচ্ছেদটিকে মীমাংসা করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অডিটের সুপারিশ ঃ

সরকারি নিয়ম অনুযায়ী কর্মচারীগণকে প্রতিমাসে বেতনের সাথে নির্ধারিত হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা সত্ত্বেও অফিস সময়সূচির পর অতিরিক্ত কাজ করার জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারী নির্বিশেষে সকলকে ৪০/৬০ টাকা হারে দৈনিক যাতায়াত ভাতা প্রদানের কোন বিধান নেই। এমতাবস্থায়, কোন যুক্তিতেই উক্ত অনিয়মিত ব্যয় গ্রহণযোগ্য নহে বিধায় উক্ত অর্থ আদায়যোগ্য।

৯ (৮) ঃ জিয়া ফার্টিলাইজার কোং লিঃ (২,০৮,৫৩৬ টাকা)

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অফিস স্মারক নং অম/অবি/বাস্তবায়ন/১সি-১/৮৯/১১৫/৩৩০, তারিখ ঃ ১৬-০৭-৮৯ এবং শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের অফিস স্মারক নং শ্রওজ-১০/মজুরী-৪/৮৯/১০৮, তারিখ ঃ ০৯-০৯-৮৯ এর আদেশবলে সরকার কর্তৃক ০১-০৭-৮৯ থেকে শ্রমিক/কর্মচারী/কর্মকর্তাদেরকে মূল বেতনের ওপর শতকরা ১০ ভাগ হারে মহার্ঘ ভাতা প্রদান করা হয়। কিন্তু নিরীক্ষা আপত্তিতে অধিখাল ভাতা একসাথে জুন '৯০ মাসে প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু নিরীক্ষা আপত্তিতে অধিকাল ভাতা বকেয়া প্রদানের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ০৩-০২-৯১ তারিখে অর্থাৎ নিষেধাজ্ঞা জারির পূর্বেই আলোচ্য বকেয়া অধিকাল ভাতা প্রদান করা হয়েছে বিধায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের উল্লিখিত স্মারক অনুসরণ করার কোন অবকাশ ছিল না।

উল্লেখ্য যে, মহার্ঘ ভাতার ওপর অধিখাল ভাতা প্রদানের ব্যাপারে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি আদেশ জারি করেন যার সূত্র নং শিল্প-এ-৩-২৩/৮৭/১১, তারিখ ঃ ০১-০২-৮৮ উক্ত আদেশবলে সরকার কর্তৃক জুলাই '৮৯ হতে প্রদত্ত ১০% ডিএ-এর ওপর অধিকাল ভাতা জুলাই '৮৯ থেকে প্রাপ্য হলেও উক্ত বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত উপরোক্ত আদেশের কপি যথাসময়ে কারখানায় খুঁজে না পাওয়ায় এবং উহা সংগ্রহ করতে বিলম্ব হয়ে যাওয়ার ফলে মহার্ঘ ভাতার ওপর ওভারটাইম বিলম্বে পরিশোধ করতে হয়। প্রাপ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইহা ন্যায়নীতির নিরিখে কাহাকেও বঞ্চিত করা যায় না। সম্ভাব্য শ্রমিক অসন্তোষ এড়ানোর লক্ষ্যে শ্রমিক কর্মচারীদের প্রাপ্য বকেয়া পরিশোধ করতে হয়েছিল। এ যৌক্তিকতার আলোকে আরো উল্লেখ্য যে, অধিখাল ভাতার ওপর বকেয়া প্রদানের সমর্থনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পাট মন্ত্রণালয়ের আদেশ জারি করেন যার সূত্র নং- শা-৪/৩১১/৮৭-পাম/৮৬৩, তারিখ ঃ ২৯-০৭-৮৭।

বর্ণিত ব্যাখ্যার আলোকে আপত্তিটি মীমাংসিত হিসেবে গণ্য করার জন্য বিনীত অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অডিটের সুপারিশ ঃ

অধিকাল ভাতার বকেয়া প্রদানের কোনরূপ আদেশ না থাকা সত্ত্বেও উক্ত ব্যয় অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে। ০৩-০২-৯১ তারিখে অধিকাল ভাতার ওপর বকেয়া প্রদানের বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। বকেয়া প্রদানের বিষয়টি পরবর্তীতে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনিয়মিত হিসেবে গণ্য করার ফলে উক্ত অর্থ আদায়যোগ্য।

৯ (৯) ঃ খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লিঃ (৯,৯৬,৩৪৫ টাকা)

খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলের অটোক্লেভ, কেমিক্যাল, বারকার, এডিটিভ অপারেটর ও হেলপার ইত্যাদি প্লান্টে স্বাস্থ্যহানিকর গ্যাসপূর্ণ পরিবেশে কর্মরত শ্রমিক/কর্মচারী/কর্মকর্তাদের কাজ করতে হয় বিধায় সিবিএ সবসময় গ্যাস ভাতা প্রদানের বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে চাপ দিয়ে আসছিল। শেষে কোন এক পর্যায়ে গ্যাস ভাতা প্রদান করতে না পারায় মিলে চরম অশান্তি বিরাজ করে এবং মিলের উৎপাদন বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে বিষয়টি বিসিআইসি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। বিসিআইসি বোর্ড বিষয়টি বিশদ পর্যালোচনা এবং আলোচনার পর ০১-০৭-৮৩ থেকে ২৫ টাকা হারে এবং পরবর্তীতে ১লা মার্চ '৮৬ থেকে মাসিক ৩৫ টাকা হারে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক-কর্মচারীদের গ্যাস ভাতা প্রদান করার অনুমতি দেন যার সূত্র নং- বিসিআইসি/এল এস এ/১/১৪/অংশ/৩২৮, তারিখ ১৬-০৩-৮৬। উল্লিখিত প্লান্ট ছাড়াও কারখানার কিছু কিছু অফিস কারখানার ব্যাটারী লিমিটের বাইরে থাকায় সেখানেও গ্যাসের প্রভাবমুক্ত নয় বিধায় ঐসব অফিসের কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মকর্তা উল্লিখিত গ্যাস ভাতা তাদেরকে প্রদানের জন্য চাপ সৃষ্টি করা হলো বিষয়টি পুনরায় বিসিআইসি বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। গ্যাস ভাতা প্রসঙ্গ নিয়ে

বিসিআইসি বোর্ডে বিষয়টি পুনরায় পর্যালোচনা/আলোচনা করা হয়। খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লিঃ-এ ব্যবহৃত সালফার-ডাই-অক্সাইড গ্যাস নির্গমন হবার ফলে উক্ত গ্যাস কারখানার ভেতরে এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রভাব বিস্তার করে। সেহেতু কারখানার অন্যান্য শ্রমিক/কর্মচারী/কর্মকর্তাও নির্গত স্বাস্থ্যহানিকর গ্যাসের প্রভাবমুক্ত নয়। তাই তাদের বিষয়টিও বিসিআইসি বোর্ডের পরিচালকমন্ডলী সহানুভূতির সাথে বিবেচনাপূর্বক ১লা জানুয়ারি '৮৯ থেকে কারখানার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী/শ্রমিকদিগকে মাসিক ৩৫ টাকা হারে গ্যাস ভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত দেন যার সূত্র নং- বিসিআইসি/বিডি/বিএম/২৩৪/৮৯/৬২, তারিখ ঃ ২১-০১-৮৯ এবং তদনুযায়ী শ্রমিক/কর্মচারী/কর্মকর্তাদেরকে গ্যাস ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

নিরীক্ষা আপত্তিতে গ্যাস ভাতা প্রদান বাবদ ৯,৯৬,৩৪৫ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে বলে যে মন্তব্য করা হয়েছে উহা সঠিক নয়। কেননা, সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরে কেবলমাত্র মিলের কেমিক্যাল প্লান্ট, বার্কার, এডিটিভ অপারেটর ও হেলপার প্লান্টের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদিগকে জুলাই '৮৮ থেকে ডিসেম্বর '৮৮ পর্যন্ত সময়ের জন্য মোট ১,১২,৭২৪ টাকা এবং বিসিআইসি'র ২১-০১-৮৯ তারিখের দফতর আদেশ মোতাবেক সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শ্রমিকদেরকে জানুয়ারি '৮৯ হতে জুন '৮৯ পর্যন্ত সময়ের জন্য মোট ৫,২১,৫৭৭ টাকা অর্থাৎ সর্বমোট (১,১২,৭২৪ + ৫,২১,৫৭৭) টাকা = ৬,৩৪,৩০১ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, উক্ত খাতে ব্যয়কৃত অর্থ প্রতি বছর বাজেটে অন্তর্ভুক্ত থাকে যা শিল্প মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে থাকে বিধায় আপত্তিটি মীমাংসিত হিসেবে গণ্য করার জন্য বিনীত অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অডিটের সুপারিশ ঃ

প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ জাতীয় বেতন স্কেল এবং শ্রমিকগণ জাতীয় মজুরি কমিশনের আওতাভুক্ত। তদুপরি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে কর্পোরেশনের বোর্ড কর্তৃক কোন প্রকার প্রান্তিক সুবিধা প্রদানের বিষয়টি এখতিয়ার বহির্ভূত।

এমতাবস্থায়, উক্ত অনিয়মিতভাবে প্রদানকৃত অর্থ আদায়যোগ্য।

৫২৪৬ ॥ অডিট আপত্তি সম্পর্কে কমিটির সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) উপ-অনুচ্ছেদ ১ সংশ্লিষ্ট ২৮, ৮০০ টাকার মধ্যে ১৩,৪৪০ টাকা সমন্বিত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। অবশিষ্ট ১৫,৩৬০ টাকা আগামী ৩ মাসের মধ্যে কর্তন করে অডিট অধিদপ্তরকে অবহিত করার পর আপত্তির এ অংশ মীমাংসিত বলে বিবেচিত হবে।

(খ) উপ-অনুচ্ছেদ ২ সংশ্লিষ্ট ১,৩২,০২৪ টাকা সমন্বিত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

(গ) উপ-অনুচ্ছেদ ৩ সংশ্লিষ্ট ১,৩৯,৩২৪ টাকা সমন্বিত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

(ঘ) উপ-অনুচ্ছেদ ৪ সংশ্লিষ্ট ৩৬,২০০ টাকা, উপ-অনুচ্ছেদ ৫ সংশ্লিষ্ট ৩৫,৩৬০ টাকা, উপ-অনুচ্ছেদ ৬ সংশ্লিষ্ট ২৪,০৮০ টাকা এবং উপ-অনুচ্ছেদ ৭ সংশ্লিষ্ট ৫,৫০,৫৩২ টাকা ব্যয় সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে ব্যয়োত্তর মঞ্জুরী গ্রহণ করে আগামী ৬ মাসের মধ্যে অডিট অধিদপ্তর ও এ কমিটিকে অবহিত করতে হবে। তবে ভবিষ্যতে মন্ত্রণালয় এ যাতীয় যাতায়াত ভাতা প্রদান করার আগে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের কার্যক্রমের খতিয়ান (performance history) ও আর্থিক সঙ্গতি এবং বেতন ভাতা সংক্রান্ত অপরাপর সরকারী আদেশ বিবেচনা করার জন্য যথাযথ নীতিমালা প্রনয়ণের জন্য সংস্থাসমূহকে পরামর্শ প্রদান করবে।

(ঙ) উপ-অনুচ্ছেদ ৮ সংশ্লিষ্ট ২,০৮,৫৩৬ টাকা ব্যয় সম্পর্কে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে ব্যয়োত্তর মঞ্জুরী গ্রহণ করে আগামী ৬ মাসের মধ্যে অডিট অধিদপ্তর ও এ কমিটিকে অবহিত করতে হবে।

(চ) উপ-অনুচ্ছেদ ৯ সংশ্লিষ্ট ৯,৯৬,৩৪৫ টাকা ব্যয় সম্পর্কে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে ব্যয়োত্তর মঞ্জুরী গ্রহণ করে আগামী ৬ মাসের মধ্যে অডিট অধিদপ্তর ও এ কমিটিকে অবহিত করতে হবে। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় সংস্থাটির কার্যক্রমের খতিয়ান (performance history) ও আর্থিক সঙ্গতি এবং বেতন ভাতা সংক্রান্ত অপরাপর সরকারী আদেশ বিবেচনা করার জন্য যথাযথ নীতিমালা প্রনয়ণের জন্য সংস্থাসমূহকে পরামর্শ প্রদান করবে।

৫২৪৭ ॥ অডিট রিপোর্টের পৃষ্ঠা ১৫ অনুচ্ছেদ ১০

অডিট আপত্তি ঃ শ্রান্তি-বিনোদন ভাতার সাথে বাড়ি ভাড়া ভাতা প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের ১,২৪,৭২৮ টাকা ক্ষতি।

সংস্থা/মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ জবাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

নিরীক্ষা মন্তব্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিষয়টি প্রতিবেদন আকারে মার্চ '৮৯ এবং অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে জুন '৮৯ এ মন্ত্রণালয়সহ সকল মহলে জারি করা হয় এবং পরবর্তীতে কয়েকবার তাগাদা দেয়া সত্ত্বেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, প্রতিবেদন আকারে আপত্তিটি জারি হওয়ার পর বিএসইসি'র পত্র নং- এডি/১৬২৫ (৮৭-৮৮)/৫২৫৭, তারিখ ঃ ০২-০৭-৮৯ এর মাধ্যমে জবাব দেয়া হয়। পরবর্তীতে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে জারি করার পর মন্ত্রণালয়ের পত্র নং- শিল্প/স্ব স্ব-৪/বিএসইসি/অডিট-৩/৯০/৩৩৩, তারিখ ঃ ১৭-০৯-৯০ এর মাধ্যমে জবাব প্রদান করা হয়। তাছাড়া আপত্তিটি ০৫-১১-৯৪ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ত্রিপক্ষীয় সভায়ও আলোচনা করা হয়েছে। যাহোক, এবিষয়ে সর্বশেষ জবাব প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, ১৯৭২ সালে কর্পোরেশনভুক্ত করা হয়। কিন্তু ০১-০৭-৭৯ ইং তারিখের পূর্বে কর্পোরেশনের নিয়ম-কানুন চালু করা সম্ভব হয়নি। এই প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তি মালিকানা আমল হতে শ্রান্তি-বিনোদন ভাতা (এল এফ এ) বাবদ প্রতি ৩ বছর অন্তর অন্তর ১ মাসের গ্রস বেতন দেওয়ার রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। জাতীয় বেতন কমিশন ও মজুরি

কমিশন প্রবর্তন হওয়ার পর ইহা বন্ধ করার চেষ্টা করা হলেও শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। শ্রমিক প্রতিনিধিগণ তৎকালীন শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ডিপিএম মহোদয়ের সাথে দেন দরবার করে বাড়ি ভাড়া ভাতাসহ শ্রান্তি-বিনোদন ভাতা অনুমোদন করাতে নেন। সেই থেকে ইহা প্রচলিত আছে। তবে নিরীক্ষা আপত্তির প্রেক্ষিতে কর্মকর্তাদের বেলায় এই সুবিধা প্রদান বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

উপরোক্ত ব্যাখ্যার আলোকে আপত্তিটি মীমাংসা করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অডিটের সুপারিশ ঃ

সরকারী নির্দেশ মোতাবেক (অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৭/৩/৭৯ তারিখের আদেশ) শ্রান্তি বিনোদন ভাতা বলতে এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থকেই বোঝায়। এর সাথে অন্য কোনো ভাতাদি যোগ করে প্রদানের কোনো অবকাশ নাই। তদুপরি অর্থ মন্ত্রণালয় ব্যতীত অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ এ আদেশের ব্যতয় ঘটাতে পারেন না। এমতাবস্থায় এ অর্থ আদায়যোগ্য।